দৈনিক সংবাদ

017

তারিখ 12 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... পকলাম ...

প্রসঙ্গ ঃ নিম্ন মাধ্যমিকের বিজ্ঞান পুস্তক

পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে আমি সর্বদাই কৌতুহলী। তবে এখন আমি অবসরপ্রাপ্ত। আবার অবসর ক্লান্তও বটে। তবু দুর্ঘটনা ঘটে গেল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি অষ্টম শ্রেণীর একটি পরীক্ষার গণিত ও বিজ্ঞান প্রশ্নপত্র নির্মাণে অনুরুদ্ধ হই। গণিত সাগর সহজেই পাড়ি দিতে সমর্থ হই। কিন্তু বিজ্ঞানে এসে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। বিজ্ঞান স্থপতির। বিজ্ঞানের তাজমহল নির্মাণ করেছেন।। এযে সপ্তাশ্চর্যকেও হার মানাতে চায়। অনুধাবন শক্তি ঝাপসা হয়ে এলো। ভেবে পাচ্ছি না পুস্তকখানা তত্ত্বীয় না ব্যবহারিক? গোটা প্রশ্নই তো ব্যবরিক হয়। সেতো সম্ভব নয়।

শিক্ষকতার মত অপকর্মে তিনযুগেরও বেশী নিবিড়ভাবে লিপ্ত ছিলাম। পুস্তক প্রণয়নেরও অপরাধ আছে। আমি আমার স্বগোত্রদের ভালো করে চিনি। তাঁদের সততা সম্পর্কে সংশয়ের প্রশ্ন নাইবা তুললাম। বিদ্যালয়ের সার্বিক সামর্থ্য, সঙ্গতি ও সুযোগও কারো অজানা নয়। শিক্ষককে নিধিরাম সর্দারের মত শূন্য হস্তে লড়াই করতে হয়। কখনও শিক্ষক ক্লাসে হয়তো রিডিং পড়তে দেবেন। এ শংকা আমি অবশ্যই করি। আকাঙক্ষিত ফল কতটা লব্ধ হতে পারছে? তা অনুধাবন করা মোটেই দুঃসাধ্য নয়। আমার কৌতুহল বৃদ্ধি পেল, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণী বিজ্ঞান পুস্তক খুলে দেখলাম একই বিভ্রাট। নিঃসন্দেহে ব্যবহারিক হিসাবে সুলিখিত। প্রেক্ষিতও হয়তো মহৎ। কিন্তু শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনের জন্য ও পুস্তকগুলো সম্পূর্ণ অনুপযোগী। পুস্তক তিনটি পর্যায়ক্রমে ১৯৮০ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে মুদ্রিত এবং ক্লাসে প্রবর্তিত। ১৯৮০ সালে ষষ্ঠশ্রেণী বিজ্ঞান পুস্তকের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে আন্দোলন একান্ত সঙ্গত ছিল, সম্পূর্ণ অসঙ্গত কারণে আজও তার বিন্দুমাত্র স্পন্দন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাহলে কি ভাববো ছাত্র শিক্ষকও অভিভাবক সবাই উদাসীন ও নির্বিকার।

সংবাদপত্রে পাঠ্য পুস্তকের খুঁটিনাটি ত্রুটি নিয়েও চায়ের পেয়ালায় ঝড় তুলতে দেখি। কিন্তু যে পুস্তক তিনটির জন্মলগ্নেই সুতিকাগারে মৃত্যু হতে হতো, তা কোমলমতিদের মস্তিষ্ক এখনো চর্বণ করেই চলছে। এটা একান্তই বেদনাদায়ক, মর্মন্তুদ। আমি সংশ্লিষ্ট সকলের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শিক্ষকতায় যে সামান্য যোগ্যতা ও দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তারই দোহাই দিয়ে বলছি, এই পুস্তক তিনখানার সর্বনাশা খেলা অবিলম্বে বন্ধ করুন।

খান মুহম্মদ খালেক,
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক,
গভঃ-ল্যাব-হাই স্কুল ঢাকা